শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট(হাই স্কুল)

নিজে পড়ো। বিষয় - বাংলা।

শ্রেণি - ষষ্ঠ ।

- **পাঠ্যের নাম** - সেনাপতি শংকর।
- **রচয়িতা** - শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়।
- **উৎস** - সেনাপতি শংকর গ্রন্থ।

- **শব্দছক**

শব্দ	অর্থ	পদ	ব্যাকরণগত পরিচয়
ঘাবড়ে	হতবুদ্ধি	বি	বেকুব
আনমনা	অন্যমনস্ক	বিণ।	উদাসীন
গর্ব	অহংকার	বি	গর্বিত (বিণ)
তড়িঘড়ি	দ্রুত	বিণ।	সত্বর
তন্ময়	একমনা	বিণ	মনোযোগী
চওড়া।	প্রশস্ত।	বিণ।	সরু (বিপ)

নমুনা প্রশ্ন - উত্তর :-(২০ শব্দে)

১.১) আকন্দবাড়ি অঞ্চলের আবহাওয়া কেমন?
উ:-)আকন্দবাড়ি অঞ্চলের পাঁচ-সাত মাইলের মধ্যে বঙ্গোপসাগর।তাই বাতাসে সবসময় ভিজে জলের ঝাপটা।পাগলা বাতাসে সাগরের ঢেউয়ের গুঁড়ো উড়ে আসে।

১.২) বিভীষণ মাষ্টার মশাই কী কারণে শংকরের ওপর রেগে গেলেন?
উ:-) প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্লাসে পড়া না শুনে শংকর জানলা দিয়ে বাইরে প্রকৃতি দেখছিল।

১.৩) অপেরা কী?

উ:-) নাচ- গান - সংলাপ বিশিষ্ট শিল্প আঙ্গিক কে অপেরা বলে।

২) **৬০ শব্দে প্রশ্ন - উত্তর :-**

২.১) "সে তার স্বপ্নের কথা আর কাউকে কখন ও বলবেনা" - কার কথা বলা হয়েছে?সে কী কী স্বপ্ন দেখে?কেন সে স্বপ্নের কথা কাউকে বলবেনা?

১+১+১

উ:-)● প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা "সেনাপতি শংকর" গল্পে আকন্দবাড়ি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র শংকর সেনাপতির কথা বলা হয়েছে।

"●শংকর কল্পনাপ্রবণ।সে রাতে স্বপ্ন দেখে সে যেন পাখি হয়ে আকাশে উড়ছে। তবে বাতাস যেন জল।সাঁতার কাটার মতো হাত পা ছড়িয়ে বাতাস কেটে অনেক উঁচুতে শঙ্খচিলের মতো উড়ে যাচ্ছে। আবার সে স্বপ্নে দেখে বাতাসের রং নীল, বাড়িঘর খয়েরি রং এর, ধাক্কা খেলেও ব্যথা লাগে না।

●শংকরের ক্লাসের বন্ধুরা তার স্বপ্নে'র কথা শুনে তাকে ব্যঙ্গ করে।তার 'পেট গরম' বলে পরিহাস করে।তাই মনের দুঃখে সে তার স্বপ্নের কথা কাউকে বলবে না স্থির করে।

৩) **১৫০ শব্দে উত্তর** : -

৩.১) "শংকরের বুকটা গর্বে ফুলে উঠল" - কার কথা শুনে শংকরের বুক গর্বে ফুলে উঠল? তিনি শংকরকে কী বলেছিলেন?কেন তার গর্ব হলো?

১+১+১.

উ :-) প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা 'সেনাপতি শংকর' গল্পে(মূলগ্রন্থ - সেনাপতি শংকর গ্রন্থ) প্রকৃতি বিজ্ঞানের শিক্ষক বিভীষণ দাশের কথা শুনে শংকরের বুক গর্বে ফুলে উঠল।

●বিভীষণ মাষ্টার মশাই ছাত্রদের প্রকৃতিকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করার উফদেশ দেন।প্রকৃতির মেঘ,রোদ,নদী,আলো,বাতাস,নদ - সব প্রাণভরে দেখতে বলেছেন সবাই কে,বিশেষ করে শংকরকে কারণ সে প্রকৃতির মধ্যে থাকতে ভালোবাসে।

●শংকর তার ক্লাসের অন্যান্য ছাত্রদের থেকে একটু ভিন্ন প্রকৃতির।সে কল্পনাপ্রবণ।প্রকৃতির মধ্যেই থাকে।প্রতিদিন পাখি হয়ে আকাশে উড়ে যাবার স্বপ্ন দেখে। ক্লাসে স্বপ্নে দেখা বিরাট বড়ো পাখিকে এমু পাখি বলে সকলের উপহাসের পাত্র হয়।কিন্তু প্রকৃতি বিজ্ঞান পড়াতে গিয়ে পাখি সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য

দিচ্ছিলেন মাষ্টার মশাই।শংকরকে প্রকৃতির সান্নিধ্যে থাকার জন্যে ও প্রকৃতিকে ভালোবাসার জন্য বিশেষ প্রশংসা করেন।তাই শংকরের বুক গর্বে ফুলে ওঠ।

নিজে করো : -

১) **অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : - (২০ শব্দ)**

১.১) আকন্দবাড়ি স্কুলে কোন্ কোন্ অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে?

১.২) এমু পাখি কেমন দেখতে?

১.৩) কীভাবে মাঠে বা বাগানে পাখি দেখতে যাওয়া উচিত?

২) **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : - (৬০ শব্দ)**

২.১) আকন্দবাড়ি স্কুলের বর্ননা দাও।প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্লাস চলাকালীন শংকর কী করছিল? ১+২

২.২) "এটা কি পঞ্চানন অপেরা পেয়েছ ?" - 'অপেরা কী? বক্তা কেন অপেরার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিলেন? ১+২

২.৩) "শংকর বুঝল, কোথাও একটা বড়ো ভুল হয়ে যাচ্ছে" - কী কারণে শংকরের এমন মনে হলো?

৩) **রচনাধর্মী প্রশ্ন : -(১৫০ শব্দে)**

৩.১) "এই খোলামেলা পৃথিবীই সবচেয়ে বড়ো বই" - বক্তা কে? কেন তিনি এই কথা বললেন? ২+৫

বি.দ্র : - ছাত্র ছাত্রীদের কোনো সমস্যা হলে নির্দিষ্ট প্রশ্ন,নিজের নাম, শ্রেণি, ক্রমিকসংখ্যা, ফোন নম্বর মন্তব্য কোশে(comment Box)জানাও।
আমরা যোগাযোগ করে নেবো।